বন্-কলাপী

—শ্রীকর

কলিকাতা, ভাদ্র, ৩৯

লেখক সুদেব আজ কদিন ধরে প্লট্ খুঁজে মর্‌ছে।

সন্ধ্যার পর ডিস্পেন্সারী বন্ধ করে' ধড়াচূড়ো পরিত্যাগ করে ডাক্তার সুদেব কিছুক্ষণের জন্য সাহিত্য-চর্চ্চার সুযোগ পায়। অনেকক্ষণ ধরে পেন্সিলের ডগা চিবিয়ে চিবিয়ে, সবে একটি মনের মত প্লট্ গুছিয়ে এনেছে—এসময় দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে সে প্রশ্ন করলো—

কে, তনি, ?—

হ্যাঁ, দরজা খোলো—

তনি ঘরে ঢুক্‌ল—পরণে তার বর্ষাকালের শ্যাওলার-মত ফিকে রঙের সাড়ী—সারা দেহে প্রসাধনের চিহ্ন তখনো বর্ত্তমান।

দাদা, নীচে যাও, একটা call এসেছে।

পার্‌বো না এখন, বলে'দে সময় নেই।

সময় নেই কি রকম, একটা লোক হয়তো মর্‌তে চলেছে ; আর তুমি বসে' গল্প লিখ্‌বে ? সুরের তীক্ষ্ণতায় তার, সারা ঘরটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ল। সে সুরে প্রভুত্বের রেশ মাখান ছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে হতাশার অভিনয়ের সুরে সুদেব বল্‌ল কি চমৎকার প্লট্ একটাকে জমিয়ে এনে ছিলুম, কোথা থেকে এমন সময় দুসংবাদের বার্ত্তা বহন করে', এলি তুই রাক্ষুসী,—আমার সব নষ্ট করে দিলি ! তৈরী হ'লে দেখ্‌তিস্ বড় বড় ধুরন্ধর সব, সম্পাদক প্রবরেরাই—যাঁরা আমায় একদিন পুনঃ পুনঃ হতাশার শেল বিঁধে

দিয়েছেন—তাঁরাই আবার আমার দরজার আশে পাশে ধর্না দিয়ে বেড়াত।

দুষ্টুমীর হাসিতে চোখের দৃষ্টি নাচিয়ে তনি বল্‌ল—বলে দেবো বাবাকে? বাইরে call এসেছে, বাবু এখন acting কচ্ছেন আর পেন্সিলগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে গল্প লেখা হচ্ছে। আহা কিবা গল্পের ছিরি।

বিংশ-শতাব্দীর সাবালক ছেলে সুদেব পুরানের পিতৃভক্ত পুত্রের মত তার বাবাকে ভালবাস্‌ত যতখানি তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় করত তাঁকে। পিছন থেকে তনির দীর্ঘ বেণীটায় লম্বা একটা টান দিয়ে সুদেব বল্‌ল।

যাঃ। চল্‌লুম আমি কলে, দেখি এবার কে তোর জন্যে উল্ এনে দেয়?

কাঁদ কাঁদ হয়ে তনি বল্‌ল উঃ মাগো! চাইনা তোমার উল্—বিকেল থেকে কত করে সাজলুম, কত করে চুল বাঁধ্‌লুম—দস্যি ছেলে সব নষ্ট করে দিলে দেখ্‌বো কে আজ তোমার টেবিল গোছায়, থাক্ ওই রকম—যাই তো দেখি মার আছে।

…একটা বেশ্ বড় বাড়ীর দরজায় এসে সুদেবের গাড়ী থাম্‌ল। চাকরে এসে তাকে সোজাসুজি রুগীর ঘরে নিয়ে গেল। সুদেব দেখ্‌ল এক সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে বিছানায় শায়িত এক তরুণীর ক্ষীন দেহ। ভাবলেশ হীন তার বড় বড় ভাসা চোখ দুটী সুদেবের চেখের সঙ্গে মিলিত হ'তেই, তার ক্লান্তি ভরা মুখে, কপালে সুস্পষ্ট বিরক্তির গোটাকয়েক রেখা ফুটে উঠ্‌ল। সে ভাব সংবরণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও না করে সে পাশ্ ফিরে শোবার প্রয়াস জানা'ল। দু'পাশ হ'তে ছুটে এসে দুজন দাসী তার ক্ষীণ দেহলতাটীকে ধরে পাশ ফিরিয়ে দিলে। সুদেব বিব্রতভাবে চোখ তুলে চাইতেই, এক

প্রিয়দর্শন যুবক—এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা কর্‌ল—তারপর তাকে রোগের আমুল বৃত্তান্ত সব খুলে বল্‌ল। সম-বয়স্ক ছেলেটীর কাছে সুদেব রোগের কথা ছাড়া আরও অনেক কিছু শুন্‌ল, যাতে সে বুঝ্‌ল—ঐ ছেলেটীই বাড়ীর এবং গৃহস্বামীর একমাত্র পুত্ররত্ন। সেবার পল্লীগ্রামে বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে সে ঐ মেয়েটীর সন্ধান পায়। পুত্র-বৎসল পিতা, তাদের দুজনের মধ্যে ঘটক লাগিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। এতো গেল সুখের কথা। কিন্তু অজ-পাড়া-গাঁয়ের যে লীলা-চঞ্চল কিশোরীটিকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিলো—ঠিক তাকে তো সে পেল না। সালঙ্কারা নববধূ বেশে আড়ষ্টপ্রায় তরুণী, অকালে কিশোরী থেকে তরুণীর পদে উন্নীত যে সে কিশোরীসুলভ সহাস্য ভঙ্গি সাবলীল গতি যেন কোথায় হারিয়ে ফেল্‌ল। বনের সে আলোক-লতা ক্রমে কি যেন অজ্ঞাত করণে শুকিয়ে আস্‌ছে—এ সবাই বুঝ্‌তে পার্‌লো। পয়সার তো এঁদের অভাব নেই, তবু কেন এ দুর্দ্দশা? সুদেব শুনেছিলো সেখানে মেয়েটীর আপন বল্‌তে কেউ ছিল না; মাতৃপিতৃহীন শৈশবাবস্থা থেকে সে তার এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের কাছেই মানুষ হয়েছে।

তরুণীর মুখের রুক্ষ-পাণ্ডুর আবরণের অন্তরালে বেদনার কি একটা প্রস্রবণ লুকান ছিল। সুদেব আস্তে, বিছানার প্রান্তে বসে' তার অবিন্যস্ত চুলের পর হাত দিয়ে কোমল স্বরে ডাক্‌ল— দিদি,

ঘুমন্ত সাপও বাঁশীর সুরে জেগে উঠে। ব্যাকুল-হাতের মধ্যে সুদেবের হাতখানা একবার টেনে নিয়ে তরুণী ব্যাগ্রভাবে বলে উঠ্‌ল—কে, মাণিক-দা এলে—?

পরক্ষণেই অবসন্নভাবে হাত দু'খানা শিথিল হয়ে তার পাশে পড়ে গেল। একটু সঙ্কুচিত হয়ে সে বল্‌ল—কেন জ্বালাচ্ছেন্ ডাক্তার বাবু ওষুধ আমি খাবো না।

সুদেব ব্যস্ত হল না, হাত দিয়ে তার রুক্ষ চুল গুলো ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে মৃদুস্বরে বল্‌ল—মাণিক দাকে তোমার, খবর দিয়েছি টেলিগ্রাম করে'—তরুণী উন্মুখ হয়ে শুন্‌ল কথাটা—সুদেব অভ্যস্ত কণ্ঠে বলে চল্লো, বড্‌ডো ঝন্‌ঝাটে পড়ে' মাণিক আস্‌তে পারছে না, এবার এসে নিয়ে যাবে তোমায় ওখানে ; যাবে তো ?

এবার তরুণী কথা বল্‌ল—কি করে' আপ্‌নি জান্‌লেন—?

বাঃ মানিক আমার বন্ধু হয় যে—তা' বুঝি জানো না ? সে আমায় দাদা বল্‌তো—সেবার.....

সুদেব থেমে গেল। তরুণী উন্মুখ হয়ে তার কথা শুন্‌ছিল সে আর বেশী বল্‌তে সাহস কর্‌ল না। তার ছ'মিনিটের ধাপ্পা বাজীতে যেটুকু ফল হয়েছে সামান্য একটু বাড়াবাড়ি করার লোভে হয়তো তা সব নষ্ট হয়ে যাবে। তরুণী তার কোলের কাছে ঘেঁসে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলো ঠায়। সুদেব থাম্‌তে তার চোখ্‌ দুইটী আস্তে মুদে এল। সঙ্গে অল্প একটু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এলো। সুদেবের সতর্ক ভঙ্গিতে চাকর এসে একটা ওষুধের পুরিয়া এনে তার হাতে দিলো। সুদেব বল্‌ল, হাঁ করতো দিদি তরুণী সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণের ভঙ্গীতে তার আদেশ পালন করলো। কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে তার মুখের দিকে অসঙ্কোচে চেয়ে থেকে, মৃদুস্বরে এক সময় বল্‌ল—আমার ঘুন আস্‌ছে বড্ড। আমি ঘুমোলে তুমি চলে যেও না দাদা।

গায়ের শালটা ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে তরুণী সুদেবের একটা হাত কপালের উপর চেপে ধরে অসাড় ভাবে পড়ে রইলো। রুগ্নার শয্যার পাশে বসে সুদের তার বক্তৃতা অনেক ক্ষণ ধরে চালালে। তার বক্‌বকানি অন্য কেউ সহ্য করতো কিনা তা বলা যায় না, তরুণী শ্রান্ত দেহে সেগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে কখন না জানি ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু পরে সুদেব উঠে আস্‌তেই বাড়ীর সকলে তাকে ছেঁকে ধর্‌লো। তাদের সবাইকে সরিয়ে সুদেব বল্‌ল—উনি একটু বেশীক্ষণ ধরে ঘুমোবেন। কাল আমি আবার আস্‌ছি একটা Change এর ব্যবস্থা করুন, ওঁর কোথাও যাবার সখ্‌ ছিল কোনো দিন ?

—না, তবে পাহাড় দেখ্‌তে বড্ডো ভাল বাসে। তাই বলছিলুম, দার্জ্জিলিঙে্‌।

বা, বড্‌ডো ঠাণ্ডা পড়্‌ছে এ সময়টা, আমি বলি ওয়াল টেয়ার ফি মুসোরী, যদি হয় তবে ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রটাও পাওয়া যেতো।.....

.....কেমন দেখ্‌লেন সুদেব বাবু—

স্তব্ধ নিরুত্তরে সুদেব ব'সে রইলো। কি সান্ত্বনা দেবে! কি আছে জবাব দেবার ?

দুরন্ত ক্ষয়-কাশের বীজ যার মর্ম্মের পরতে পরতে জড়িয়ে ধরেছে তার সম্বন্ধে কি এমন বলা যায় তার ঐ হতভাগ্য স্বামীটিকে! সমবেদনায় ওর চোখ্‌ দুটো সজল হয়ে এলো। ...

বাড়ী আসার পথে সুদেব নিজের বিনষ্ট প্লট্‌টাকে করুণ রসের তুলিকায় সাজিয়ে গুছিয়ে আবার খাড়া করে তুলেছিল। কিন্তু বাড়ী ঢুকে টেবিলের শ্রী দেখে তার পিত্তি শুদ্ধ্‌ জ্বলে গেল। ছিঁড়ে উড়ে প্লট্‌টা কোথায় নিমেষে অন্তর্হিত হল। স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্য থেকে খাতাটা টেনে বের করা কি সুদেবের কাজ! তনি কি জানে না যে ও খুব সরু পেন্সিল ভিন্ন লিখ্‌তে পারে না! এই-ভোঁতা পেন্সিলে কোনো ভদ্র লোকে লিখ্‌তে পারে ? এম্‌নি মেয়ের কাজের চাপ যে, একবার এসে দেখতে পারে না এ গুলো! সে উঁচু গলায় চিৎকার করে।

এই তনি, তন্নু, ওরে অতিনি রাক্‌কুসী।

বাবা যদিও মেয়ের নাম দিয়ে ছিলেন তনিমা, তবু সকলে ছোট্ট করে ডাক্‌তো তনি। কিন্তু সুদেবের রাগের মুখে ওর যে কত রকম নাম-করণই হ'ত তার আর ইয়ত্তা নেই—

যাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস্ কেন 'তনি-তনি' করে। ২৪।২৫ বছরের ছেলে হলি এখনওছেলে মান্‌ষি গেল না। তনি গেছে ওঁর সঙ্গে বায়োস্কোপে। কি বলে গেছ্‌লি মেয়ে কেঁদেই অস্থির। বলি, ও মাসে যখন ওর বিয়ে হয়ে যাবে তখন কার ওপর তম্বী করবি শুনি!

ও মাসে তনির বিয়ে! কথা গুলো সুদেবের গলা থেকে অদ্ভুত ভাবে পুণরুচ্চারিত হ'ল।

কেন! শুনিস্ নি! কাল ঐ হাঁসখালির জমিদারকেই যে উনি পাকা কথা দিয়ে এলেন। আর শুন্‌বিই বা কি করে বল্ বাড়ীতে থাকিস্ মোটে কটা ঘণ্টা। তাও তনির সঙ্গে খুনসুটি করবি, না ঠাণ্ডা হয়ে বসে দুটো কাজের কথা শুন্‌বি! যাক কিচ্ছু ভাবিস নি রাজী হ'স্ তো বল, ওর সঙ্গে তোর তম্বী সহ্য করার একটা লোক এনে হাজির করি। ল্যান্স ডাউন রোডের সেই সম্বন্ধটা এখনও হাতে রেখেছি।.....

সহাস্য মুখে মা কথা কটী বলে, ছেলের মুখের দিকে চাইতেই তাঁর বুক্‌টা অকস্মাৎ ধ্বক্ করে উঠ্‌ল।

কিরে অসুখ করেছে নাকি তোর!

হ্যাঁ-মা মাথাটা বড় জোর ধরেছে.....

... গোলাপ ফুল দেখেছ? বেশ না? তুল্‌তে যাও দিকি, কাঁটা ফুট্‌বে। উঁহু, ছিঁড়ো না। তবু তুল্‌লে? কি হলো? ঝরে গেলো? ও তো ঝর্‌বেই। কাঁটার বেড়া, পাতার আড়ালেই যে ওর প্রাণ। সুন্দর, মোহনীয় সে সেখানেই...